দৈনিক সংবাদ
দৈনিক সংবাদ

তারিখ ..2.9 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

35

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

৫২ দিন পর ক্লাস শুরু ।। ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া), ২৮শে জুন (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– দীর্ঘ ৫২ দিন বন্ধ থাকার পর গত ২০শে জুন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে। ২১শে জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো খুলে দেয়া হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ক্যাম্পাসে দু'জন ম্যাজিস্ট্রেটসহ ৫০ সদস্যের অতিরিক্ত একটি পুলিশ দলকে ক্যাম্পাসে আনা হয়েছে। কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ হতে এই পুলিশের ব্যবস্থা হয়েছে। ক্যাম্পাস পরিস্থিতি শান্ত রাখতে বহিরাগতদের অবাধ প্রবেশ বন্ধ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটক ছাড়া অন্যান্য ফটক বন্ধ রাখা হয়েছে। মূল ফটকে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয়পত্র ও ব্যাগসমূহ তল্লাশি চলছে। প্রক্টরসহ সংশ্লিষ্ট সবাই এ কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি আবাসিক হলের গেটে ও ক্যাম্পাসের তিনটি স্পটে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ অবস্থা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর পরিবর্তন হবে বলে জানা গেছে। এদিকে আবাসিক হলে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি আশানুরূপ নয়। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মনে এখনও ভীতি কাজ করছে, কখন যেন ক্যাম্পাস পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। হলে নেতৃস্থানীয় ছাত্র সংগঠকদের উপস্থিতি খুবই কম। ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতাকর্মীদের নামে মামলা থাকায় অনেকে হলে উঠছে না। বিবদমান ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতা ও প্রথম সারির কর্মীদের মধ্যে এখন পূর্বের মত সম্প্রীতির ভাব ফিরে আসেনি। ২৮শে এপ্রিল ছাত্র শিবিরের হামলায় একজন নিহত এবং ১৪জন ছাত্র আহত হওয়ার পর দীর্ঘ ৫২ দিন পর বিশ্ববিদ্যালয় খুললেও ছাত্র নেতৃবৃন্দের এক মঞ্চে বসা হয়নি। কর্তৃপক্ষ এটা করতে পারেননি। উভয়ের মধ্যে চাপা উত্তেজনা যদি থেকে থাকে সেই কারণে যে কোন মুহূর্তে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারে বলে অনেকের ধারণা।

হলে কড়াকড়ি অবস্থা আরোপ করা হয়েছে। কার্ড ছাড়া কাউকেই প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না। আবাসিক ছাত্র নয় অথচ আবাসিক সমস্যার কারণে হল কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে এক সময়ে হলে ছিল তারাও হলে থাকতে পারছে। আবাসিক ছাত্রদের রাতে রোলকল করার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। পরিস্থিতি কোন্ দিকে যাবে এখনও বলা যাচ্ছে না। তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রক্টরিয়াল বডি ও হল বডিকে সার্বক্ষণিক ব্যস্ত রেখেছে পরিস্থিতির যাতে অবনতি না হয় সে জন্য। ছাত্রদের লেখাপড়ায় ব্যস্ত রাখতে ইতিমধ্যে সকল বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস রুটিন পরিবর্তন করে বেশি বেশি করে ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিয়মিত একাডেমিক কাজ হচ্ছে কিনা তা জানার জন্য উপাচার্য নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখছেন।